



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির গণিত বিভাগে বর্ষাবরণে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন

## প্রিমিয়ার ভার্সিটির গণিত বিভাগে বর্ষাবরণ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাঁচতে হবে: ড.অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে গণিত বিভাগের উদ্যোগে 'বর্ষাবরণ' উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত ১৭ জুন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। সভাপতিত্ব করেন গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার মনির। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস। প্রধান অতিথি বলেন, বর্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ খুবই গভীর। আমাদের দেশের শস্য বর্ষার উপর নির্ভর করে, যা আমাদের প্রকৃতি-নির্ভরতা প্রমাণ করে। বস্তুত শুধু আমাদের দেশ নয়, পুরো বিশ্বই প্রকৃতি-নির্ভর। তিনি বাংলাদেশে বর্ষার অসাধারণ রূপের বর্ণনা দেন। তিনি বর্ষা নিয়ে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতার কথা তুলে ধরেন। ড. সেন বলেন, প্রকৃতি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে, প্রকৃতি যা দেয়, তা গ্রহণ করেই মানুষ জীবন অতিবাহিত করে। উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, আমরা যে-বিষয়ই পড়ি না কেন, ছয়স্বতুকে উপভোগ করি, উপভোগ করি বর্ষা। কারণ আমরা মানুষ। আমাদের কৃষিনির্ভর সমাজে বর্ষা হলো আশীর্বাদ। তিনি বর্ষা নিয়ে রচিত কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের কথা উল্লেখ করেন। গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার মনির বলেন, গণিতের ছাত্ররা বর্ষাবরণ করছে; কারণ, বৃষ্টি শুধু সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য নয়, সবার জন্য। গণিত এবং বিজ্ঞানের ছাত্ররাও কেবলমাত্র তাদের বিষয়গুলোই চর্চা করে না, সংস্কৃতিরও চর্চা করে। এতে উপস্থিত ছিলেন গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. হারাধন কুমার মহাজন, প্রভাষক মামুন-অর-রশিদ, প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক সুমাইয়া ইয়াসমিন। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

## প্রিমিয়ার ভার্শিটিতে বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে ড. অনুপম সেন প্রকৃতিকে জয় করে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাঁচতে হবে

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে গণিত বিভাগের উদ্যোগে গতকাল শনিবার দুপুরে 'বর্ষাবরণ ১৪৩০' উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শামীম সুলতানা। সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌসের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন গণিত বিভাগের সভাপতি জনাব ইফতেখার মনির। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. অনুপম সেন বলেন, বর্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ খুবই গভীর। আমাদের দেশের শস্য বর্ষার উপর নির্ভর করে, যা আমাদের প্রকৃতি-নির্ভরতা প্রমাণ করে। বস্তুত শুধু আমাদের দেশ নয়, পুরো বিশ্বই প্রকৃতি-নির্ভর।

তিনি বাংলাদেশে বর্ষার অসাধারণ রূপের বর্ণনা দেন। তিনি বর্ষা নিয়ে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতার কথা তুলে ধরেন। ড. সেন বলেন, প্রকৃতি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে, প্রকৃতি যা দেয়, তা গ্রহণ করেই মানুষ জীবন অতিবাহিত করে।

তিনি আরও বলেন, সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে বাঁচতে চায়। বস্তুত প্রকৃতিকে জয় করে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাঁচতে হবে। প্রকৃতিকে জয় করতে গেলে তা বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, ঘূর্ণিঝড়, তাপদাহ, সুনামি ও খরার

মাধ্যমে প্রত্যাঘাত করে। উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, আমরা যে-বিষয়ই পড়ি না কেন, ছয়খাতকে উপভোগ করি, উপভোগ করি বর্ষা। কারণ আমরা মানুষ। আমাদের কৃষিনির্ভর



বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন

সমাজে বর্ষা হলো আশীর্বাদ। তিনি বর্ষা নিয়ে রচিত কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের কথা উল্লেখ করেন। গণিত বিভাগের সভাপতি জনাব ইফতেখার মনির বলেন, গণিতের ছাত্ররা বর্ষাবরণ করছে; কারণ, বৃষ্টি শুধু সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য নয়, সবার জন্য। গণিত এবং বিজ্ঞানের ছাত্ররাও কেবলমাত্র তাদের বিষয়গুলোই চর্চা করে না, সংস্কৃতিরও চর্চা করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. হারাধন কুমার মহাজন, প্রভাষক মামুন-অর-রশিদ, প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক সুমাইয়া ইয়াসমিন। শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। - বিজ্ঞপ্তি





বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন

## প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির গণিত বিভাগে বর্ষাবরণ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে গণিত বিভাগের উদ্যোগে 'বর্ষাবরণ ১৪৩০' উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৭ জুন বেলা আড়াইটায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। সভাপতিত্ব করেন গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার মনির। অনুষ্ঠান সম্বলনা করেন সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, বর্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ খুবই গভীর। আমাদের দেশের শস্য বর্ষার উপর নির্ভর করে, যা আমাদের প্রকৃতি-নির্ভরতা প্রমাণ করে। বহুত শুধু আমাদের দেশ নয়, পুরো বিশ্বই প্রকৃতি-নির্ভর। প্রকৃতি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে, প্রকৃতি যা দেয়, তা গ্রহণ করেই মানুষ জীবন অতিবাহিত করে। প্রকৃতিকে জয় করতে গেলে তা বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, ঘূর্ণিঝড়, তাপদাহ, সুনামি ও খরার মাধ্যমে প্রত্যাঘাত করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. হারাধন কুমার মহাজন, প্রভাষক মামুন-অর-রশিদ, প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক সুমাইয়া ইয়াসমিন। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি



বাংলাদেশ টানা পাঁচ বছর চাল উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়  
চাল উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থানে রয়েছে টানা। এরপর রয়েছে  
ভারত। আর তৃতীয় স্থানে বাংলাদেশ।

বিক্রিত পৃষ্ঠা : ২



বাংলা কিউআর কোডকে  
ছড়িয়ে দিতে বড় পরিকল্পনা



২৮ বছরের পুরোনো  
সেতু যেন মরণ ফাঁদ



শাকিব খানের সিনেমায়  
অরিজিং সিং-এর গান!



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির গণিত বিভাগে বর্ষাবরণে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন

## প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির গণিত বিভাগে বর্ষাবরণ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে: ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে গণিত বিভাগের উদ্যোগে 'বর্ষাবরণ ১৪৩০' উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৭ জুন অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, একশ্রেণী পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা। সভাপতিত্ব করেন গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার মনির। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস। প্রধান অতিথি বলেন, বর্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ খুবই গভীর। আমাদের দেশের শস্য বর্ষার উপর নির্ভর করে, যা আমাদের প্রকৃতি-নির্ভরতা প্রমাণ করে। বস্তুত শুধু আমাদের দেশ নয়, পুরো বিশ্বই প্রকৃতি-নির্ভর। তিনি বাংলাদেশে বর্ষার অসাধারণ রূপের বর্ণনা দেন। তিনি বর্ষা নিয়ে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতার কথা তুলে ধরেন।

ড. সেন বলেন, প্রকৃতি ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে, প্রকৃতি যা দেয়, তা গ্রহণ

করেই মানুষ জীবন অতিবাহিত করে। তিনি আরও বলেন, সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে বাঁচতে চায়। বস্তুত প্রকৃতিকে জয় করে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাঁচতে হবে। প্রকৃতিকে জয় করতে গেলে তা বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন, ঘূর্ণিঝড়, তাপদাহ, সুনামি ও খরার মাধ্যমে প্রত্যাঘাত করে। উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, আমরা যে-বিষয়ই পড়ি না কেন, ছয়সাতকে উপভোগ করি, উপভোগ করি বর্ষা। কারণ আমরা মানুষ। আমাদের কৃষিনির্ভর সমাজে বর্ষা হলো আশীর্বাদ। গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব ইফতেখার মনির বলেন, গণিতের ছাত্ররা বর্ষাবরণ করছে; কারণ, বৃষ্টি শুধু সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য নয়, সবার জন্য। গণিত এবং বিজ্ঞানের ছাত্ররাও কেবলমাত্র তাদের বিষয়গুলোই চর্চা করে না, সংস্কৃতিরও চর্চা করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. হারাধন কুমার মহাজন, প্রভাষক মামুন-অর-রশিদ, প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক সুমাইয়া ইয়াসমিন। শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি